তারিখ ..... 28 APR 2016
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ......

সংবাদ

ভৈরবে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে শিক্ষার্থীদের পাঠদান

উৎকণ্ঠিত শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও অভিভাবক

প্রতিনিধি, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)

ভৈরবের গজারিয়া ইউনিয়নের মানিকদী পাড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। ফলে বিদ্যালয়ের ৬ শতাধিক কোমলমতি শিক্ষার্থীসহ শিক্ষক ও অভিভাবকরা চরম উৎকণ্ঠায় সময় পার করছেন। তাদের আশংকা যে কোনো মুহূর্তে ভবনটি হেলে বা ভেঙে পড়তে পারে। এতে মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণহানি ঘটতে পারে নিষ্পাপ শিশুদের।

ভৈরবের গজারিয়া ইউনিয়নের মানিকদী পাড়াতলা ৪৪নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটির নিচের মাটি সরে গেছে। এতে করে যে কোনো মুহূর্তে ভবনটি হেলে বা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন বিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকসহ ছাত্র-অভিভাবকরা। এ ছাড়াও ভবনটির বিভিন্ন স্থানে ফাটলসহ গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়াও ছয় শতাধিক শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়টিতে শ্রেণীকক্ষ, বেঞ্চ ও শিক্ষকের অভাবে মাটিতে বসে এবং এক কক্ষে গাদাগাদি করে বসে শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের।

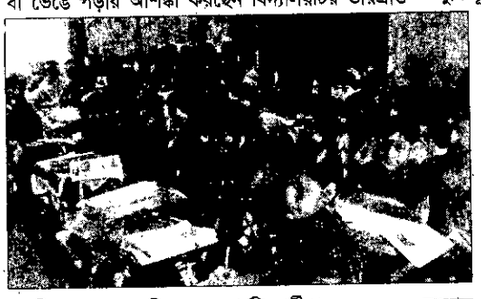

শ্রেণীকক্ষে গাদাগাদি করে বসা শিক্ষার্থীরা -সংবাদ

ভাঙ্গা স্কুল ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এবং বেঞ্চের অভাবে গাদাগাদি করে বসে পাঠদান নিতে তাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে বলে জানায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

ভৈরব উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে বিদ্যালয়টির পুরাতন ভবনের ওপর ১৯ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৩ টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় তলাটি সম্প্রসারণ করা হয়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সম্প্রসারিত ভবনটির কাজ হয় খুবই নিম্নমানের। ফলে কিছুদিন পর থেকেই ভবনটির বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দেয়। ভেঙ্গে পড়তে থাকে দরজা-জানালা ও গ্রিল। ভবনটির মেরামত ও প্রয়োজনীয় বেঞ্চ ও শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয়টির শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিভিন্ন অভিভাবক।

ঝুঁকিপূর্ণ ভবন এবং প্রয়োজনীয় বেঞ্চ ও শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় তাদের অসুবিধা হচ্ছে বলে জানালেন সরকারি শিক্ষিকা আকলিমা আক্তার।

বিদ্যালয়টি বহুবিদ সমস্যায় জর্জরিত থাকায় সরকারের মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানালেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল খালেক। তিনি জানান, স্কুল ভবনটির পেছনে একটি বিল আছে। বর্ষাকালে বিলটি পানিতে পরিপূর্ণ হয়। স্কুল ভবনটির প্রতিরক্ষা দেয়াল না থাকায় তখন পানির স্রোতের ঢেউ এসে ধাক্কা দেয় সেখানে। এভাবে মাটি সরে গিয়ে গর্ত তৈরি হয়ে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেকোনো মুহূর্তে সেটি হেলে বা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন তিনি। এ ছাড়াও ভবনটির বিভিন্ন স্থানে গর্ত ও ফাটল, বেঞ্চের অভাব, পানীয় জলের সমস্যা ও শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক স্বল্পতার অভিযোগ করলেন তিনি।

বিদ্যালয়টির সমস্যাগুলোর বিষয় স্বীকার করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সোহাগ হোসেন এ প্রতিনিধিকে জানান, বিদ্যালয়টিতে বেঞ্চ সরবরাহ, সংস্কার ও পানীয় জলের সমস্যার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে চাহিদাপত্র দেয়া হয়েছে। আর শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের প্রচেষ্টা চলানো হচ্ছে।